দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 31 OCT 2002
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া গতকাল গাজীপুরে আইইউটি'র ১৬তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে দেশী-বিদেশী কৃতী শিক্ষার্থীদের মাঝে স্বর্ণপদক ও সনদ বিতরণ করেন

ওআইসির সদস্য দেশগুলোর প্রতি প্রধানমন্ত্রী

আইইউটিকে সর্বাধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে এগিয়ে আসুন

মোঃ আবদুস সামাদ ॥ প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (ওআইসি) সকল সদস্য দেশের প্রতি ওআইসি পরিচালিত ইসলামিক প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়কে (আইইউটি) সর্বাধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে আরো সহৃদয় মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন।

গতকাল সকালে গাজীপুরের বোর্ড বাজারে আইইউটি'র ১৬তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ভাষণকালে তিনি বলেন, "আমি আশা করি

৭-এর পৃঃ ৫-এর কঃ দেখুন

প্রধানমন্ত্রী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক ও নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে আইইউটি খুবই অগ্রসর ও আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিশ্বে স্থান করে নেবে।"

প্রধানমন্ত্রী মেধাবী ছাত্রদলের মধ্যে স্বর্ণপদক ও সনদপত্র বিতরণ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনা বোর্ডের ২৭তম বৈঠকের উদ্বোধন করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯টি বিভাগের সর্বমোট ১৩০ জন স্থানীয় ও বিদেশী ছাত্রকে ডিগ্রী ও ডিপ্লোমা প্রদান করা হয়।

এর আগে নেভি ব্লু রংয়ের সমাবর্তন গাউন ও হ্যাট পরে বেগম জিয়া শিক্ষায়তনিক মিছিলসহকারে 'গেট অব লার্নিং'-এর মধ্য দিয়ে আইইউটি'র সেন্ট্রাল প্লাজায় প্রবেশ করেন। মিছিলে অনুষদ সদস্য, গ্রাজুয়েট, মন্ত্রী এবং মুসলিম দেশসমূহের কূটনীতিকরা অংশ নেন।

সমাবর্তন বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী বিদায়ী ছাত্রদের প্রতি আইইউটিতে অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা তাদের নিজ নিজ দেশের উন্নয়ন এবং একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নিয়োগ করার আহ্বান জানান।

তিনি দৃঢ় আস্থা ব্যক্ত করেন যে, আইইউটিতে লব্ধ অভিজ্ঞতা এবং বিভিন্ন মুসলিম দেশের ছাত্রদের মধ্যে গড়ে ওঠা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক মুসলিম উম্মার সংহতি জোরদারে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রাখবে।

আইইউটি ভিসি অধ্যাপক ডক্টর এম আনোয়ার হোসেন সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

ওআইসি'র সহকারী মহাসচিব খালিদ সলীম ওআইসি মহাসচিবের একটি বার্তা পড়ে শোনান এবং আইইউটি'র রেজিস্ট্রার আহসান হাবিব ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী এম মোর্শেদ খান, শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর ওসমান ফারুক এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী লুৎফর রহমান খান আজাদ মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী মুসলিম দেশগুলোতে দক্ষ ও প্রতিভাবান জনশক্তি প্রেরণে আইইউটি'র ভূমিকার প্রশংসা এবং উন্নত দেশগুলোর কয়েকটি নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্প্রতি এই প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠায় সন্তোষ প্রকাশ করেন।

বেগম জিয়া বলেন, আইইউটি ছাত্রী ভর্তি করার পরিকল্পনা করছে জেনে তিনি খুশী হয়েছেন। তিনি বলেন, 'এই উদ্যোগ মহিলাদের জন্য শিক্ষার সুযোগ প্রসারিত করার আমার সরকারের নীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ছাত্রীদের জন্য এই কোর্স উন্মুক্ত করা হলে আইইউটি মুসলিম উম্মাহর মধ্যে অধিকতর দায়িত্ব পালনে মুসলিম মহিলাদের যোগ্য করে তুলতে সক্ষম হবে।

তিনি বলেন, ইসলামী সভ্যতার উত্থানের সময় মুসলিম নারী সমাজও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছে। সেই ঐতিহ্যের ধারায় নারী সমাজকে রাষ্ট্রের ব্যাপক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করতে হবে।

এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পিছিয়ে পড়া মেয়েদের জন্য উচ্চ শিক্ষা সহজলভ্য করার উদ্দেশ্যে বগুড়ায় 'এশিয়ান- ইউনিভার্সিটি অব ওমেন' প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করা হয়েছে। বেগম জিয়া বলেন, এখন থেকে আইইউটি বিভিন্ন প্রোগ্রাম মহিলাদের জন্য উন্মুক্ত করেছে। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, মুসলিম উম্মাহর দেশগুলোতে নারীদের ক্ষমতায়নে এ প্রতিষ্ঠান সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রাখতে পারবে।

তিনি বলেন, 'প্রায় ১৪০০ বছর আগে ইসলামের আবির্ভাবের পর গোটা বিশ্ব ইসলামিক সভ্যতায় আলোকিত হয়েছে। মুসলিম বিজ্ঞানীরা চিকিৎসাবিদ্যা, গণিত, রসায়ন ও জ্যোতির্বিজ্ঞান ক্ষেত্রে নতুন নতুন বিস্ময়কর জ্ঞান দ্বারা বিশ্বকে আলোকিত করেছেন।'

তিনি বলেন, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানই প্রথম মুসলিম উম্মাহর আর্থ-সামাজিক ও মানবসম্পদ উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ এবং আইইউটি প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব উপস্থাপন করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমি আশা করি এই প্রতিষ্ঠান উচ্চতর শিক্ষা, গবেষণা ও প্রজ্ঞার চমৎকার কেন্দ্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে।'

বাংলাদেশী ছাত্র খন্দকার হাবিবুল কবির ওআইসি স্বর্ণপদক-২০০২ লাভ করেন।

আইইউটি স্বর্ণপদক-২০০২ প্রাপ্তরা হলেন- বাবা হামাদু (ক্যামেরুন), এম রাজিব উল আলম (বাংলাদেশ) এবং ফাহিম কাওসার (বাংলাদেশ)।